8|৮|২০০০

[redacted]

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ... ...

ইসলামী শিক্ষা সংকোচন প্রসঙ্গে

বিগত ৪/৫ বছর শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার সময় ইসলামী শিক্ষা বিষয়টির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট অবজ্ঞা করা হয়েছে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে এই যে,

১। নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলোতে ইসলামী শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

২। বিভিন্ন কলেজ, ডিগ্রী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে এই বিষয়টি খোলার জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশের পরেও অন্যান্য বিষয়ের মত ইসলামী শিক্ষাকে অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

৩। অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সও খোলার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

৪। মাধ্যমিক স্তরের সকল বিষয়ের শিক্ষকগণের বিএড কোর্সের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, কিন্তু ইসলামী শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষকগণের বিএড কোর্সের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

৫। প্রাইমারী স্কুলে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষকদের জন্য পিটিআই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

৬। সরকারী কলেজে প্রতিটি বিষয়ের জন্য চারজন শিক্ষকের পদ রাখা হয়েছে কিন্তু ইসলামী শিক্ষার জন্য মাত্র দু'জন শিক্ষকের পদ রাখা হয়েছে।

৭। বিএসএস অনার্সে সাবসিডিয়ারি হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়টিকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ নেয়ার ফলে এ বিষয়ে পাস করা হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষিত বেকারে পরিণত হচ্ছে। ইসলামী শিক্ষা সংকোচন হচ্ছে। ছাত্র/ছাত্রীদের নৈতিক চরিত্র গঠনে ইসলামী শিক্ষার ভূমিকাকে সুকৌশলে ম্লান করা হচ্ছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে পবিত্র সংবিধানে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পরও ইসলামী শিক্ষা বিষয়কে এভাবে সংকোচন করে পবিত্র সংবিধানের মৌলিক নীতিমালাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় সংবিধানের মৌলিক নীতিমালাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সংশ্লিষ্ট ইসলামী শিক্ষা বিষয়টির প্রতি গৃহীত উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাতিল করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে বিভিন্ন কলেজে ইসলামী শিক্ষা বিষয়টির প্রতি আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে তা খোলার অনুমতি দেয়ার দাবী জানাচ্ছি। আমরা মনে করি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ ও নির্দলীয়। তাছাড়া সরকারপ্রধান একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি হওয়ায় একটি ন্যায়সংগত বিচার-বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সমাধান করবেন— আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছি।

—অধ্যাপক মোঃ শফিকুর রহমান,
সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামিক স্টাডিজ ফোরাম,
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা শাখা।